কারুভাষ

সৃজনশীল লেখকদের অবাধ চারণ ভূমি

আল মাহমুদ সংখ্যা

Karubhash ISSN 2349-8633

Email : karuvash.manashe@gmail.com

UGC Affiliated

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

হিমাংশু কীর্তনীয়া

সম্পাদক

মানসী কীর্তনীয়া

কার্যকরী সম্পাদক

রানা রায়

উপদেষ্টা সম্পাদক

রঞ্জিত চৌধুরী, বিশ্বদীপ দাস

সম্পাদকমণ্ডলী

অনিকেত শামীম, সঞ্জীব মান্না, গুঞ্জন চক্রবর্তী,

সৈয়দ বসিরুউদ্দোজা, গায়ত্রী দাস, তাপস শর্মা, পিন্টু মাইতি,

তুলিকা কীর্তনীয়া, সৈকত চক্রবর্তী

কারুভাষ। ৩৬৪/৪ নীলাচল, বিরাটী, কলকাতা - ১৩৪

শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়

আল মাহমুদের কবিতাবিশ্ব : প্রাথমিক অবলোকন

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা। একটু অতি-সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলা যেতে পারে, মোটামুটি এই তিনটি বিষয় আল মাহমুদের প্রথম তিনটি কবিতার বইয়ের ভরকেন্দ্র। আল মাহমুদের প্রথম কবিতার বই লোক লোকান্তর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭০ বঙ্গাব্দে। খ্রিষ্টীয় মতে ১৯৬৩ সাল। 'কালের কলস' প্রকাশিত হবে এর তিন বছর পর। ১৯৬৬ সালে। আর তারও সাত বছর পরে সোনালি কাবিন। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই তিনটি বইয়ের ওপর ভিত্তি করে আল মাহমুদের কবিতাবিশ্ব এক ঝলকে দেখে নিতে চাইব।

এই তিনটিতেই আমরা থামতে চাইছি, তার কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬) এবং তৎ-পরবর্তীকালে আল মাহমুদের মৌল কবিচেতনা পালটে যাবে। ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে তাঁর সৃষ্টিতে। এই ধর্মবোধ কেবল কবির ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-চেতনা নয়, বাংলাদেশের সামষ্টিক জনমানসের সঙ্গে এই ধর্মের যোগ অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাতাবরণের দ্বারাও কিয়দংশে নিয়ন্ত্রিত সেই যৌথ ধর্মচেতনা। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই রাজনীতি-ধর্ম-শিল্পের জটিল নকশাটি যথাযথভাবে উন্মোচন করা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের কবিতায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক '৫২ এবং '৭১। মোটামুটি এই সময়ের মধ্যে লিখিত আল মাহমুদের বইগুলিই আমরা খতিয়ে দেখতে চাইছি। বাংলাদেশের এক উত্তাল রাজনৈতিক সময়েও কী করে এক কবি তাঁর নিজস্ব স্বর নির্মাণ করে নিচ্ছেন, বুঝে নিতে চাইছি সেই প্রক্রিয়াটিকে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কবিদের সঙ্গে আল মাহমুদের মিল অমিলের ক্ষেত্রটিও আমাদের আলোচ্য। আল মাহমুদকে বুঝে নিতে চাইলে, সমসময়ের প্রেক্ষাপটেই তাঁকে বুঝে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কবিতাকে উপেক্ষা করে সামগ্রিক বাংলা কবিতায় তাঁর অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই মূল আলোচনায়